গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-এর জন্য প্রণীত

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র ২০১২

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-এর জন্য প্রণীত হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র ২০১২

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে গৃহীত জাতীয় জনস্বাস্থ্য লক্ষ্যমাত্রার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ যেমন– আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ও হেপাটাইটিসের মাধ্যমে সংঘটিত উচ্চ মৃত্যুহার কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রায়শয়ই বাধাগ্রস্ত হয় বিভিন্ন কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত উদ্যোগের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক অর্থে একটি পরিকল্পিত কৌশলপত্রের মাধ্যমে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলোতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। এ কারণে পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ হ্রাস করার লক্ষ্যে পানির গুণগত মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার চর্চা ও নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন- এ সার্বিক বিষয়টি পরিকল্পিত উপায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

আশির দশকে ল্যাট্রিন উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই জাতীয় প্রচারাভিযানের সূচনা ঘটে। বিষয়টি আরও বেগবান হয়ে ওঠে ২০০৩ সালের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশের সরকার সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন (SACOSAN) আয়োজন করে এবং ২০১০ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় ২০০৫ সালে সরকার কর্তৃক জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে এ উদ্যোগ আরও গতিশীলতা লাভ করে। স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলপত্রে মানবদেহ হতে নিঃসরিত বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাকে অধিকতর জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রসারের বিষয়টিকেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখা আবশ্যক যাতে করে এ বিষয়টিও জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র (এনএইচপিএস), ২০১২ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২৫ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অধিকন্ত হাইজিন প্রসারের বিষয়টিকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে কৌশলপত্রে সমন্বয় করা হয়েছে যা জনগণকে সচেতনভাবে সঠিক পদ্ধতি বেছে নেয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিদ্যালয়গুলোতে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যা নিশ্চিতভাবে এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক আচরণের ক্ষেত্রে কাংখিত পরিবর্তন আনবে। শিশুদের শিক্ষার প্রভাব সামগ্রিক অর্থে সমাজে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। এছাড়া ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়টিকেও হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। জাতীয় এ কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের সকল মহলের সাথে যেমন সমন্বয় প্রয়োজন হবে, ঠিক একইভাবে শহর এলাকার বস্তিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, সমন্বয় বা মতবিনিময় প্রয়োজন হবে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, এ কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও/সিভিল সোসাইটি, উন্নয়ন সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে এবং কৌশলপত্রটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম দ্বারা গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যদের দ্বারাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁদের মূল্যবান দিকনির্দেশনার মাধ্যমে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য।

এ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ও অব্যাহত সহায়তা প্রদানের জন্য আমি পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীনস্থ সকল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব বলে আন্তরিক আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব

প্রাক-কথা

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-এর জন্য প্রণীত হাইজিন প্রসারে জাতীয় কৌশলপত্র (এনএইচপিএস) বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি-২০১১-২৫)-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং মনিটরিং-এর জন্য একটি কাঠামো সংস্থান করে এনএইচপিএস।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আঙ্গিকের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে কৌশল-সূত্রবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে যা পরিশেষে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যগণ কর্তৃক পুনর্নিরীক্ষিত হয়েছে, যাদের মধ্যে ডিপিএইচই, ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও, ডব্লিউএসপি-এসএ, বিশ্বব্যাংক, ওয়াটার এইড, ব্র্যাক এবং এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্‌থ্-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কৌশলপত্রের প্রস্তাবনা অনুসারে হাইজিন প্রসার বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে, তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হাইজিন, যেমন : ব্যক্তিগত হাইজিন, খাদ্য হাইজিন ও রজঃস্রাব সংক্রান্ত হাইজিনের প্রতি দৃষ্টিপাত একান্ত আব্যশক। হাইজিন চর্চায় প্রত্যাশিত উৎকর্ষ-সাধিত হয় সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং সাধ্যানুরূপ সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সাধিত হয় গবেষণা ও সৃজনশীল প্রযুক্তিলব্ধ সমাধানের মাধ্যমে। কৌশল বাস্তবায়ন পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে পরিবেশগত হাইজিন ও পানির উৎসমূলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর আলোকপাত করতে হবে।

হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত অভিযান বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তবে স্টেকহোল্ডারদের বিশেষত সরকারি প্রতিষ্ঠান, এলজিআই, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর নিরসন সম্ভব। সম্পদ বরাদ্দকরণ ছাড়াও সেক্টরভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা অর্জনসহ হাইজিনপ্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রম তদ্‌সংশ্লিষ্ট তহবিল প্রবাহ যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে নিয়ত যত্নশীলতায় পরিচালনা করতে হবে।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলকে যারা মূল্যবান উপাদান-উপকরণ (Input) দিয়ে ও পুনর্নিরীক্ষণ করে এনএইচপিএস দলিল সম্পাদনে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে, আমি স্মরণ করছি পলিসি সাপোর্ট ইউনিট এবং ইউনিটের সকল কর্মকর্তাকে যারা প্রকল্প পরিচালক জনাব কাজী আবদুল নূর এর গতিশীল নেতৃত্বে উদ্যমশীল ও অবিশ্রান্ত প্রয়াসে এনএইচপিএস প্রণয়নে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

জুয়েনা আজিজ
অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

উন্নত হাইজিন ব্যবস্থা এককভাবে অথবা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সমন্বয়ে রোগ-বালাই এবং জনস্বাস্থ্যের ব্যয় হ্রাসে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের সরকার এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘকাল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় হাইজিন প্রসারের কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিল। বর্তমান হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র (এনএইচপিএস), ২০১২ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী মহলের সাথে ব্যাপক আলোচনা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এহেন অবদানের জন্য পিএসইউ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য দিক-নির্দেশনা ও সমর্থন প্রদানের জন্য জনাব আবু আলম মো: শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৌশলপত্রটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মিজ জুয়েনা আজিজ, অতিরিক্ত সচিব (পাস) এবং জনাব শামস্ উদ্দিন আহমদ, উপসচিব (পাস)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত অবিরাম সমর্থনের জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

এছাড়াও জাতীয় কৌশলপত্রটি প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পিএসইউতে কর্মরত সকল সহকর্মী ও পরামর্শক দল যে সকল নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

ওয়াটারএইড, এনজিও ফোরাম, ব্র্যাক, ডিএসকে, পিএসটিসি, ভার্ক, ইউনিসেফ, ডব্লিউএসপি-বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউএইচও, এডিবি, ওয়াশ এ্যালায়েন্স, ডিপিএইচই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন পরামর্শক সভা ও কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৌশলপত্রটি প্রণয়নে যে অবদান রেখেছেন তা আমি ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করছি।

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্রটি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিয়ে সহায়তা করার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ঢাকাস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব কোঅপারেশন মি. মগেন্স স্ট্রাঞ্জ লারসেন, এবং ভূতপূর্ব ডেপুটি হেড অব মিশন মি. ইয়ান মুলার হ্যানসন-কে।

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্রটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গভীরভাবে স্মরণ করছি জনাব শরিফুল আলম, ভূতপূর্ব প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব), পিএসইউ এবং মি. পল-এরিক ফ্রেডেরিকসেন, ভূতপূর্ব সিনিয়র সেক্টর এডভাইজার, পিএসইউ-কে।

পরিশেষে, আমি স্মরণ করছি পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের মি. টরস্টেন মাল্মডর্ফ, সিনিয়র সেক্টর এডভাইজার ও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কৌশলপত্রটি প্রণয়নে তাদের নিরলস প্রয়াসের জন্য। একই সাথে আমি স্মরণ করছি ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ও পিএমআইডি'র পরামর্শক দলকে তাদের অবিরাম চেষ্টায় সময়মত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য।

(কাজী আব্দুল নূর)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
পলিসি সাপোর্ট ইউনিট
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সূচিপত্র

আদ্যক্ষরা ও শব্দ-সংক্ষেপ ii

১. পটভূমি ১

১.১ প্রস্তাবনা ১

১.২ হাইজিন প্রসার ২

১.৩ হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র-এর উদ্দেশ্য ২

১.৪ এনএইচপিএস-এর আওতা ২

২. কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া 3

২.১ স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ ৩

২.২ হাইজিন প্রসার কাঠামো ৫

২.২.১ নীতিমালা নির্দেশিকা ৬

২.২.২ পরিচালনা নীতিমালা ৬

3. মূল কৌশল 7

কৌশল ১: বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা, কৌশলসমূহ এবং আইনি দলিলাদির প্রতি আনুগত্য ৭

কৌশল ২: ফোক্যাল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব ৯

কৌশল ৩: এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা ১১

কৌশল ৪: জাতীয় পর্যায়ে হাইজিন প্রসার ১২

কৌশল ৫: দুর্গম এলাকায় হাইজিন প্রসার ১৩

কৌশল ৬: আচরণগত এবং সামাজিক পরিবর্তনের যোগাযোগ (বিএসসিসি) কৌশল ১৬

কৌশল ৭: সফল হাইজিন প্রসার মডেল অন্বেষণ ও পুনঃব্যবহার ১৮

কৌশল ৮: সামাজিক সংগঠনের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ১৮

কৌশল ৯: হাইজিন প্রসারের জন্য বাজেট বরাদ্দ ১৮

কৌশল ১০: সেবা পরিকল্পনা, বাস্তবিায়ন এবং পরিবীক্ষণে নারীকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ১৮

4. সামর্থ বৃদ্ধিকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 19

৪.১ ডব্লিউএসএস সেক্টরভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ ১৯

৪.২ স্বাস্থ্য ও হাইজিন সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন ১৯

৪.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ১৯

৪.৪ আচরণ পরিবর্তন পরিমাপের ক্রিয়াগত নির্দেশিকা ২০

৫. কর্ম পরিকল্পনা 22

৫.১ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক কার্যক্রম ২২

৫.২ বাস্তবায়নের মূল পদক্ষেপসমূহ ২৩

৫.৩ মূল কুশীলবদের সক্রিয়তা ২৩

৫.৪ সময় কাঠামো ২৪

আদ্যক্ষরা ও শব্দ-সংক্ষেপ

বিসিসি	বিহেভিয়ারেল চেঞ্জ কমিউনিকেশন
বিএইচই	ব্যুরো অব হেল্‌থ্‌ এডুকেশন
সিসি	সিটি কর্পোরেশন
সিএইচটি	চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট
সিএলটিএস	কমিউনিটি লেড টোট্যাল স্যানিটেশন
ডিজিএইচএস	ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেল্‌থ্‌ সার্ভিসেস
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্‌থ্‌ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
এইচআইপি	হাইজিন ইমপ্রুভমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
হাইসাওয়া	হাইজিন, স্যানিটেশন অ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই
আইইসি	ইনফর্মেশন, এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন
আইডব্লিউএম	ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং
এলজিইডি	লোক্যাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এলজিআই	লোক্যাল গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট
এমডিজি	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স্‌
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম
এমওই	মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন
এমওএইচঅ্যান্ডএফডব্লিউ	মিনিস্ট্রি অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার
এমওএলজিআরডিঅ্যান্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোক্যাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভস্‌
এমওপিএমই	মিনিস্ট্রি অব প্রাইমারি অ্যান্ড ম্যাস্‌ এডুকেশন
এমঅ্যান্ডই	মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন
এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এনএইচপিএস	ন্যাশনাল হাইজিন প্রমোশন স্ট্র্যাটেজি
এনআইপিএসওএম	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন
এনডব্লিউএসএস	ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
পিএমআইডি	পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট
পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ
পিএসইউ	পলিসি সাপোর্ট ইউনিট
আরঅ্যান্ডডি	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
এসডিপি	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (ফর ওয়াটসান)
এসএমএস	শর্ট মেসেজিং সার্ভিস (ফর মোবাইল)
ইউনিসেফ	ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ চিলড্রেন্স ফান্ড
ইউজেডপি	উপজেলা পরিষদ
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়াশ	ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন
ওয়াটসান	ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন
ডব্লিউএইচও (হু)	ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ্‌ অর্গানাইজেশন
ডব্লিউএসপি	ওয়াটার সেফটি প্ল্যান
ডব্লিউএসএস	ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
ডব্লিউএসএসডি	ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট

১. পটভূমি

১.১. প্রস্তাবনা

পানি এবং পয়ঃবর্জ্য সম্পর্কিত রোগ-ব্যাধি যেমন : ডায়রিয়া, কৃমির প্রকোপ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ-ব্যাধি এখনও বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যে উদ্বেগের অন্যতম কারণ হিসেবে রয়ে গেছে। অতিসাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে মোট অর্থনৈতিক অভিঘাতের ৮৪% অথবা সমমূল্যায়নে বাংলাদেশের জিডিপি'র ৫.৩%। অপরিণত মৃত্যুর (Premature Mortality) কারণে ক্ষতি হয়েছে ১৯৫ বিলিয়ন টাকা। স্বাস্থ্যগত কারণে উৎপাদনশীলতায় ক্ষতি হয়েছে ৩১.৯ বিলিয়ন টাকা; গৃহ, কর্মক্ষেত্র ও স্কুলে সময়ের অপচয়গত ক্ষতির পরিমাণও তাৎপর্যপূর্ণ। অপর একটি সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ডায়রিয়া ৯৯%, আমাশয় ৯০% ও আন্ত্রিক কৃমি ৫১% হ্রাস ঘটায়। আহার্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার আগে সাবান দিয়ে অথবা সাবান ছাড়াই হাত ধোয়ার অভ্যাস শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার ঘটনা কমিয়ে আনতে সক্ষম।

জাতীয় জনস্বাস্থ্য লক্ষমাত্রা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়রিয়া, পানিবাহিত ও স্যানিটেশনজনিত রোগ-ব্যাধির কারণে ব্যাধিগ্রস্ততা এবং মৃত্যুহার হ্রাসকরণ। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধানত ডায়রিয়ার কারণে পাঁচ বছরের নিম্ন-বয়সের শিশুমৃত্যুর উচ্চহারকে নিম্নগামী করা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ও হেপাটাইটিসের মতো পানিবাহিত রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা। পরবর্তীতে, পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির অনুজীব সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং এজন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা হচ্ছে স্পষ্টত প্রতীয়মান পছন্দ। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে, সারা দেশকে সর্বজনীন (প্রায় ৯৭%) সুপেয় পানি সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসতে বাংলদেশ সফলতা অর্জন করে, যা কিছুটা ম্লান হয়ে যায় যখন অগভীর ভূ-গর্ভস্থ পানিতে (shallow aquifers) আর্সেনিকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক কৌশলের সাফল্যের ভিত্তি ছিল অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধায় অধিকতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এককভাবে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ লক্ষণীয়মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারেনি।

আশির দশকে, ল্যাট্রিন উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রচারাভিযান (Campaign) ও অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামের সূচনা ঘটে। বিষয়টি আরও বেগবান হয়ে উঠে ২০০৩ সালের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশ সরকার সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন (SACOSAN) আয়োজন করে এবং ২০১০ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। ২০০৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এতদ্‌সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে এ উদ্যোগ আরও বেগবান হয়। যদিও হাইজিন প্রসারের বিষয়টিই কৌশলপত্রের অন্যতম প্রধান অংশ হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে স্যানিটেশনের সুবিধাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মনুষ্যদেহ নির্গত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

রোগ-সংক্রমণ কমিয়ে আনতে পানির মান উন্নয়ন, হাইজিন অনুশীলন এবং দেহবর্জ্য পরিত্যাগকরণ সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, এক একটি বিষয়ের ক্রিয়াকলাপের যোগফলের চেয়ে সকল বিষয়ে সক্রিয়তার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নসাধন রোগ-সংক্রমণ হ্রাসে বৃহত্তর অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম। উন্নত হাইজিন-এর জন্য প্রায়শই পানির অধিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্যে হাইজিন প্রসার কৌশলকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত সার্বিক সেক্টর পলিসি ও কৌশলের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করা অতি

[1] WSP-WB Study by Guy Hutton and Dr. Abul Barakat

[2] ICCDRB-Study by Steve Ludy 2011

গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রাপ্তিসাধ্য করার মাধ্যমে জনগণের সার্বিক জীবনকুশলতা কার্যকর এবং অনুরূপভাবে টেকসই করার জন্য একটি কার্যকর 'হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

১.২. হাইজিন প্রসার

হাইজিন প্রসার অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সকল কৌশল যা উৎসাহ প্রদান ও সহজতর করে একটি প্রক্রিয়াকে যার সাহায্যে জনগণ নিরূপণ করে, বিবেচনাপ্রসুত পছন্দ করে, দাবি করে, কার্যকর এবং টেকসই করে হাইজিনগত ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস। এটি পরিধিভুক্ত করে ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও পরিবেশগত হাইজিন প্রসার সংশ্লিষ্ট অভ্যাসগুলোকে এবং কোনো কর্ম বা উদ্যোগকে যা রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। এই কৌশলপত্রে 'হাইজিন প্রসার'-কে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

১.৩. হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র (এনএইচপিএস)-এর উদ্দেশ্য

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং একটি সমন্বিত হাইজিন প্রসার ও অভ্যস্ততাসক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করা যা পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কমিয়ে আনবে।

১.৪. এনএইচপিএস-এর আওতা

হাইজিন ও সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপ্তি, যা রোগ-ব্যাধি সংক্রমণকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষমতা পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি গুচ্ছকে অভিহিত করা হয় "আচরণক্ষেত্র" (Behavioural Domain) হিসেবে, যা নিম্নরূপ :

ক) পয়ঃবর্জ্য পরিত্যাগ অর্থাৎ স্যানিটেশন হাইজিন
খ) নিরাপদ পানির উৎস নির্বাচন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ অর্থাৎ ওয়াটার হাইজিন
গ) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (রজঃস্রাবসহ) অর্থাৎ পারসোন্যাল হাইজিন
ঘ) খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ এবং পরিবেশন অর্থাৎ ফুড হাইজিন
ঙ) বসতবাড়ি ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা (উদাহরণ–ছোট নর্দমা ও গৃহস্থালি আবর্জনা ব্যবস্থাপনা) অর্থাৎ এনভায়রন্‌মেন্টাল হাইজিন

কোনো একক কর্মসূচি কার্যকরভাবে সকল আচরণক্ষেত্রের সকল আচরণ-অভ্যাসকে একসাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা, তাই এখানে আচরণ-অভ্যাসের অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন রোগ-ব্যাধি সংক্রমণে প্রতিরোধের সক্ষমতা বিবেচনায়। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, এনএইচপিএস-এর আওতাকে প্রাধিকার ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এই বিবেচনায় যে তা দেহবর্জ্যবাহিত রোগ-জীবাণুর মুখের দ্বারা সংক্রমণ প্রতিরোধ করবে।

২.১. স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ

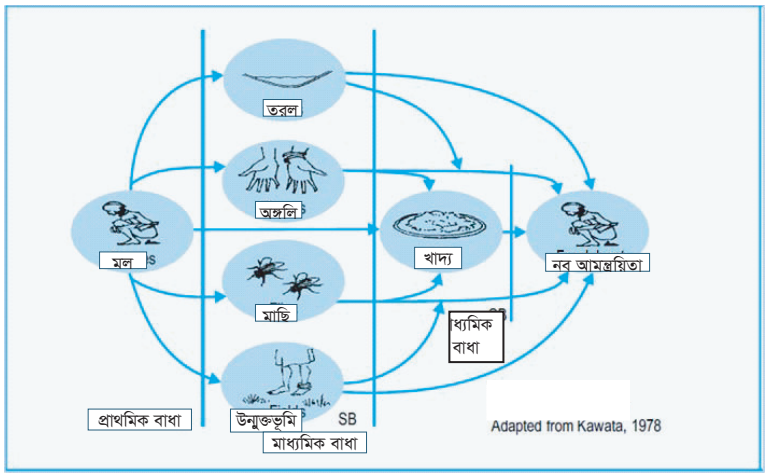

চিত্র ১: দেহবর্জ্যবাহিত ও মুখের দ্বারা সংক্রমিত রোগের ক্ষেত্রে হাইজিন প্রতিবন্ধকতা (Hygiene Barrier)
চিত্রে মুখ্য প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নিরাপদ দেহবর্জ্য অপসারণ এবং গৌণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে হাইজিন শিক্ষা, সচেতনতা এবং প্রসার।

২. কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া

কৌশলপত্র প্রণয়ন উদ্যোগে নানাবিধ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও ব্যাপক পরামর্শ প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নজিরসমূহের (References) গভীর পর্যালোচনা ব্যতিরেকেও এর কার্যপরিধিতে রয়েছে ন্যাশন্যাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন (এনএফডব্লিউএসএস)-এর কাঠামোভুক্ত এলিজিডি'র নেতৃত্বাধীন কর্মীদল (Working Group) কর্তৃক নিবিড় কর্মসমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা। স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকাসমূহে আঞ্চলিক কর্মশালাগুলো পরিচালিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, যেমন : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (ইউএইচএফপিও), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌরসভা/সিটি মেয়র ও কাউন্সিলার), এনজিও প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং সমাজকর্মীদের সঙ্গে।

টেবিল ১: স্টেকহোল্ডরদের পরামর্শ প্রক্রিয়া
স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শকরণ ছাড়াও, প্রারম্ভিক ও অন্তর্বর্তী পর্যায়ে এবং খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Draft Final Report)

পর্যায়	পরামর্শমূলক সংলাপ/এফজিডি/সভা
কেন্দ্রীয় পর্যায় (দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/পেশাজীবী)	▪ কৌশল নির্মাণ কাঠামো ও কৌশলপত্র পর্যালোচনার জন্য এলজিডি কর্তৃক গঠিত প্রধান প্রধান ডব্লিউএসএস স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিত্বকারী কর্মীদলের সভা। ▪ কৌশলপত্র পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কর্মশালা। ▪ জাতীয় ফোরামে খসড়া এনএইচপিএস উপস্থাপন। ▪ কৌশলপত্র পর্যালোচনার জন্য এনএফডব্লিউএসএস কর্তৃক গঠিত ডব্লিউএসএস স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিত্বকারী বিশেষজ্ঞ দল সভা। ▪ ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন-এর অনুমোদনার্থে উপস্থাপন।

বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান	ডিপিএইচই, নিপসম, ডব্লিউএসপি-এসএ, বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, আইসিডিডিআরবি, ব্র্যাক, এনজিও ফোরাম-এর সাথে পরামর্শকরণ।
আঞ্চলিক পর্যায় (বিভিন্ন হাইড্রো এবং জিও-ফিজিক্যাল অবস্থার আলোকে স্টেকহোল্ডার) • পাবর্ত্য, • উপকূল, • জলাভূমি, ও • নিম্ন পানি স্তর অঞ্চলসমূহ	▪ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা, ডিপিএইচই, ডিজিএইচএস, এলজিইডি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। ▪ এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর। ▪ ওয়াটসান কমিটি।
উপজেলা পর্যায়	▪ উপজেলা পরিষদ। ▪ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দপ্তর ও এজেন্সী। ▪ ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, ডিপিএইচই ও অন্যান্য। ▪ ডব্লিউএসএস প্রজেক্টভুক্ত কর্মকর্তা।
ইউনিয়ন পর্যায়	▪ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার। ▪ সিবিও, স্কুল, ওয়াটসান কমিটি।
কমিউনিটি পর্যায়	▪ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ।

উপস্থাপনের পর কার্যকরী দলের সদস্যদের (Working Group Members) মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিএইচই'র জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ডিপিএইচই'র সাথে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁদের মন্তব্যসমূহ তাতে সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কৌশলপত্র পর্যালোচনার জন্য এবং সর্বশেষে ডিপিএইচই, হু, ইউনিসেফ, ডব্লিউএসপি-এসএ, বিশ্বব্যাংক, ওয়াটার এইড এবং এনজিও ফোরাম সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা এনএইচপিএস দলিলটি পর্যালোচিত হয়। এরূপ নানাবিধ পরামর্শে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণের সঙ্গে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচির সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হয়েছে।
- সুঅভ্যাসগুলো প্রদর্শনহিতকর ও অপরিহার্য।
- মাল্টিমিডিয়া যোগাযোগ মাধ্যম ও সামাজিক বিপণন প্রক্রিয়ার মিশ্রণকে আচরণের টেকসই পরিবর্তনের জন্য একাঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।
- প্রযুক্তিগত সমাধান ও আচরণ পরিবর্তনের উপাদান উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রয়োজনীয়।
- পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই)-কে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য।
- সমাজ ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দুর্গম এলাকার জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন মর্মে বিবেচিত হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে আহরণযোগ্য সম্পদ উদ্ঘাটন ও তার সার্থক ব্যবহার, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুসমন্বিত ও সহকর্ম-উদ্যোগে (Synergetic) কর্মসূচি প্রণয়ন আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছে।

- নীতিমালার প্রতি সেবা প্রদানকারী (Service Provider) ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আনুগত্য ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- হাইজিন প্রসার, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত ভৌত-উপকরণ সংস্থান (Physical Provision) নিশ্চিতকরণ।
- হাইজিন প্রসারের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণার্থে সকল পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য ফোকাল এজেন্সি এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিরূপণ।
- হাইজিন প্রসারের লক্ষ্যে পৃথক বরাদ্দ এবং বাড়তি অর্থসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য সক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।
- আচরণ পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সাধিত উৎকর্ষ পরিমাপের জন্য পদ্ধতিগত অনুক্রমণ (Systematic follow-up) এবং তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন (M&E)-এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- জরুরি অবস্থা ও বিপর্যয়কালে সম্পদের বিশেষ বরাদ্দ এবং স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থনে এনজিওদের সক্রিয়করণের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

২.২. হাইজিন প্রসার কাঠামো

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র প্রস্তুত হয়েছে হাইজিন উন্নয়নের নির্মাণ কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে (চিত্র ২)। নির্মাণ কাঠামোর তিনটি উপাদান হচ্ছে : নির্মাণ সামগ্রীর (Hardware) সহজলভ্যতা, হাইজিন প্রসার, এবং অনুকূল পরিবেশ। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গৃহীত একটি সমন্বিত কর্মসূচি হচ্ছে হাইজিন প্রসারের জন্য আদর্শিক।

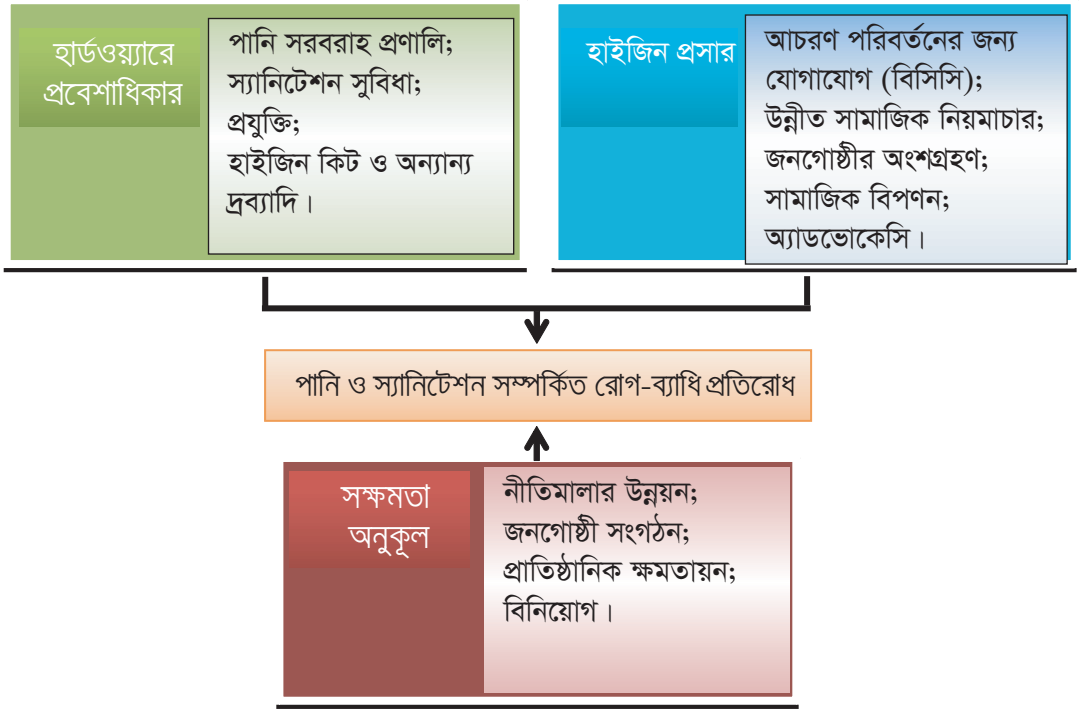

চিত্র ২ : পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ কাঠামো

[3] USAID, Bureau of Global Health, Infectious Disease Division, Environmental Health Team

২.২.১. নীতিমালা নির্দেশিকা (Policy Guidelines)

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেক্টরের প্রতিকূলতা (Challenges) মোকাবেলার জন্য কিছু সংখ্যক নীতিমালা, কৌশলপত্র ও আইনি দলিল রয়েছে। এইসব দলিলপত্র ওয়াশ (WASH) সেক্টরের উন্নয়নকে সমর্থন করে যদিও হাইজিন প্রসারের স্বার্থে একটি পরিপূর্ণ নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ ঘাটতি রয়েছে। হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে নিম্নোক্ত নীতিমালা, কৌশলপত্র ও আইনি দলিলসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- ন্যাশনাল ওয়াটার সেফটি ফ্রেমওয়ার্ক (ডব্লিউএসএফ) ইন বাংলাদেশ, ২০১১
- সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২৫), ২০১১
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (অ্যামেন্ডমেন্ট), ২০১০
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯
- লোক্যাল গভর্নমেন্ট সার্কুলার্স (অন হাইজিন প্রমোশন), মার্চ ২০০৭
- প্রো-পুওর স্ট্র্যাটেজি ফর স্যানিটেশন সেক্টর, ২০০৫
- দ্য ন্যাশনাল স্যানিটেশন স্ট্র্যাটেজি, ২০০৫
- বাংলাদেশ পোভারটি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার (বিপিআরএসপি), ২০০৫
- স্যানিটেশন রিলেটেড পলিসি ডিসিশন্স্, ২০০৪
- জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
- ন্যাশনাল পলিসি ফর সেইফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন, ১৯৯৮
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- ওয়াসা আইন, ১৯৯৬
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৬৯
- ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৬৫
- দ্য পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯
- দ্য পাবলিক হেল্থ্ (ইমার্জেন্সি প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৪
- দ্য পিন্যাল কোড, ১৮৬০

২.২.২. পরিচালনা নীতিমালা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফল ও কার্যকর হাইজিন প্রসার কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রেক্ষিতে, কর্মসূচির সকল পর্যায়ে ও স্তরে অনুসরণীয় মৌলিক নীতিসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

- প্রাথমিকভাবে বেঁচে থাকা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য হাইজিন বিবেচিত হবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এবং এলাকাগত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত যথার্থতায় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রে থাকবে জনগোষ্ঠী।
- সেবা প্রদানকারী ও কর্মসূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ বিকেন্দ্রীকৃত হবে ।

- হাইজিন প্রসারই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা।
- টেকসই হাইজিন চর্চার জন্য চাহিদা সৃষ্টি।
- মান উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি এবং টেকসই করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা অর্জন, হাইজিন প্রসার, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার এবং অর্থসংস্থান পদ্ধতি সৃজন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে মহিলা, বালিকা ও শিশুদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা নির্ণয়।
- জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি।
- প্রতিবন্ধীবান্ধব পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাত্রায় সক্ষম মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের সমস্যা মোকাবেলা।

৩. মূল কৌশল

হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র একটি চলমান দলিল এবং তা পর্যালোচনা করা হবে পাঁচ বছর পরে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি সমন্বিত ও সমগ্রাত্মক পদ্ধতির (Holistic Approach) মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ভৌতব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অভিঘাত ঘটিয়ে হাইজিন উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাইজিন প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এগুলো বহু-প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি এবং নিবিড় আচরণগত ও সামাজিক উৎকর্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক প্রাপণীয় সুবিধাগুলো ব্যবহার করবে। গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর অবস্থানগত (যথা : আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবন যাপন অবস্থা, ভূমিস্বত্ব, ওয়াশ সুবিধায় প্রবেশাধিকার) বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যথাযথ জ্ঞাপনীয় বার্তা, সংযোগ-মাধ্যম এবং উপকরণাদি তৈরি করতে হবে ও এগুলোকে সক্রিয় করতে হবে। একটি পদ্ধতিগত গবেষণা চালাতে হবে বিভিন্ন গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতা এবং আচরণ ও সামাজিক পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য। শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

কৌশল ১: বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা, কৌশলসমূহ এবং আইনি দলিলাদির প্রতি আনুগত্য।
কৌশল ২: সেক্টরগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ।
কৌশল ৩: এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা।
কৌশল ৪: জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন।
কৌশল ৫: দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন।
কৌশল ৬: আচরণগত এবং সামাজিক নিয়মগত পরিবর্তন (বিএসসিসি) কৌশল।
কৌশল ৭:সার্থক ও সফল স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন মডেল অন্বেষণ ও পুনঃব্যবহার।
কৌশল ৮: সামাজিক সংগঠনসমূহের যথাসম্ভব ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
কৌশল ৯:সার্থক স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন-এর জন্য বাজেট বরাদ্দ।
কৌশল ১০: কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে নারী-পুরুষকে মূলধারায় আনয়ন।

কৌশল ১: বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা, কৌশলসমূহ এবং আইনি দলিলাদির প্রতি আনুগত্য

দ্য ন্যাশনাল স্যানিটেশন স্ট্র্যাটেজি, ২০০৫ সমর্থন করে যে, হাইজিন মলমূত্রবাহিত রোগ-ব্যাধি বিস্তার রোধে অবদান রাখে এবং রোগজীবানু, মধ্যবর্তী পরিবাহক ও জনমানুষের মধ্যে কার্যকর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতদপ্রেক্ষিতে এই কৌশলপত্র সুপারিশ করে যে, স্বাস্থ্য ও হাইজিন শিক্ষা এবং প্রসার-

- সকল স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ প্রকল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে
- সকল কর্তৃত্বের ধারাভুক্ত এজেন্সী ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা গৃহীত হবে
- কমিউনিটির সকল পর্যায়ে তা হবে অভীষ্ঠ লক্ষ্য এবং বিশেষ দৃষ্টি থাকবে উচ্চ ঝুঁকিভুক্ত দল ও কমিউনিটির দিকে, এবং
- সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সমস্যাদির প্রতি তা সংবেদনশীল হবে।

দ্য সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১ পানি ও স্যানিটেশন উদ্যোগের মেরুদন্ড হিসেবে হাইজিন প্রসারকে চিহ্নিত করে। স্বাস্থ্যসুবিধার সেরা অর্জন তখনই সম্ভব যখন হাইজিন প্রসারের সাথে পানি ও স্যানিটেশন উদ্যোগের সহযোগ ঘটে। এসডিপি'র বর্ণনানুসারে দীর্ঘ ৩০-৪০ বছরে হাইজিন প্রসারে যদিও উন্নয়ন ঘটেছে কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সকল স্টেকহোল্ডার ও প্রজেক্টসমূহের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এখনও অনুপস্থিতই থেকে গেছে। এসডিপি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছে যে, দ্য ন্যাশনাল পলিসি ফর সেইফ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন, ১৯৯৮ হালনাগাদ করার প্রয়োজন রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপদ পানি বিষয়ক পরিকল্পনা এবং হাইজিন প্রসারকে অন্তর্ভুক্ত করে যা গত দশকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসডিপি আরও সুপারিশ করে যে, হাইজিন প্রসারকে সকল জাতীয় কৌশল ও নীতিমালায় সংযোজিত করতে হবে। উপরোল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশল প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

দ্য পাবলিক হেল্থ্ (ইমার্জেন্সি প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৪-এর অনুবলে বিশেষ বিধান তৈরি হয় মানবীয় রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধের লক্ষ্যে, জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানার্থে এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। তবে,পানির উৎস ও মাটি সংরক্ষণের বিষয়টি তাতে সুনির্দিষ্ট নয়। এ ঘাটতি পূরণ করেছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ যা হলো বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ভিত্তি। এই আইন অধিকার ও বাধ্যবাধকতার নিরিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িত করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাংলাদেশের পানি ও মাটি দূষণ। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে এই আইন।

দ্য পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯-এর আওতাভুক্ত বিষয়াদি হচ্ছে খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, উৎপন্ন, মোড়কজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়। কিন্তু তা ব্যক্তি বা গৃহ পর্যায়ে অনুরূপ কর্মকান্ড আওতাভুক্ত করে না। স্থানীয় ও আঞ্চলিক অবস্থা ও প্রয়োজনের নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন অনুসারে উপ-আইন (By-Laws) প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান আবশ্যক।

দ্য ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৬৫-এর দৃষ্টি কেবলমাত্র কারখানা শ্রমিকদের প্রতি নিবদ্ধ, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা বা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও পায়খানা সুবিধাদির বিষয়ে। অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য অনুরূপ আইন-কানুন জারির প্রয়োজন রয়েছে।

দ্য পিন্যাল কোড, ১৮৬০ সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রতিবিধান করে যেকোনো অবহেলাজনিত কার্যের জন্য, যার ফলশ্রুতিতে জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ সংক্রামক রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে । স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন করতে হবে এই আইনের অনুশাসন সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানির উৎস ও মাটির মাধ্যমে সংক্রমণের বিষয়ে।

দ্য পৌরসভা অ্যাক্ট, ২০০৯ এবং সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ২০০৯, জনস্বাস্থ্য এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যথাক্রমে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করেছে। এই আইনগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষমতা প্রদান করে সকল কর্মকান্ড নিশ্চিত করার, যার মধ্যে রয়েছে পানির উৎসসমূহের উন্নয়ন, পরিচালনা,

সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ; এবং স্যানিটেশন সুবিধাদি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গণশৌচাগার, কঠিন বর্জ্য অপসারণ (Solid Waste Disposal), দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ। অধিকন্তু এই আইনগুলো নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি (Public Facilities) স্থাপন যেমন : স্কুল, হেল্‌থ্ ক্লিনিক, কসাইখানা, গণস্নান ও ধৌতকরণ সুবিধা, ইত্যাদির দায়িত্ব প্রদান করে। উক্ত আইনের আওতায় রয়েছে খাদ্য দ্রব্যাদির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, দোকানে ও বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সংরক্ষণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও মৃত প্রাণী ও পশুসম্পদ পরিত্যাগকরণ ব্যবস্থাপনা। এনএইচপিএস-এর প্রয়াস হবে হাইজিন প্রসারের সাথে আইন ও নির্দেশিকায় বিদ্যমান করণীয়সমূহ বলবৎ ও কার্যকরী করা, অধিক্ষেত্রের মধ্যে নাগরিক সুবিধাদি কার্যকরভাবে বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা। যেকোনো প্রকার আইন লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ওয়াটার অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি কাজ করে থাকে ওয়াসা অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর আওতায়। উক্ত আইনের একটি অপরিহার্য বিধান হচ্ছে, সরকার এই প্রতিষ্ঠানে অর্থসংস্থান করবে অথবা অর্থসংস্থানের প্রয়োজনে জিম্মাদার হবে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে এই আইন আরও উচ্চমাত্রার স্ব-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনুমোদন করে। ওয়াসার দায়িত্ব হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় পানি সরবরাহ পরিচালনা ও সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালি দ্বারা নিষ্কাশিত আবর্জনার ব্যবস্থাপনা। নগর সেক্টরে (Urban Sector) এনএইচপিএস-কে আরও কার্যকর করার জন্য ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আরও অধিক সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন।

প্র-পুওর স্ট্র্যাটেজি ফর স্যানিটেশন সেক্টর, ২০০৫ হত-দরিদ্র (Hardcore poor)-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছে এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম মৌলিক সেবা (Basic Minimum Service Level) এবং ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে। এরূপ বিধি-বিধানের মধ্যে হাইজিন প্রসারের উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছণীয়।

কৌশল ২:ফোক্যাল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব

ডব্লিউএসএস সেক্টরের জন্য নীতিমালা নির্দেশিকা প্রদান ও উক্ত সেক্টরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন বিষয়ক দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের (LGD) ওপর ন্যস্ত। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত দ্য ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন (NF-WSS)-এর করণীয় হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, নির্দেশনা প্রদান ও সম্পদ বরাদ্দকরণ। ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রসরতা ও সফলতা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা পরিবীক্ষণের দায়িত্বও এই কমিটির ওপর বর্তায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MoHFW) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওয়াশ (WASH) কার্যক্রমে যা পরিচালিত হয় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের মাধ্যমে, যারা প্রতিটি ওয়াটসান কমিটিরও সদস্য। এই সদস্যগণ তাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে হাইজিন প্রসার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের স্বার্থে ওয়াটসান কমিটিতে স্বীয় ভূমিকাকে আরও জোরদার করবেন। এটা সুপারিশকৃত যে, উক্ত সদস্যগণ হাইজিন প্রসারের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়াদি তাদের মাসিক প্রতিবেদনে সুপ্রত্যক্ষ (Highlight) বা লিপিবদ্ধ করবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)-এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে হাইজিন বিষয়ে শিক্ষাদান নিশ্চিত করবে এবং উপজেলা ও জেলাস্থ বিদ্যালয়গুলোতে প্রবহমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ (Running Water System) অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ চর্চা নিশ্চিত করবে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ চর্চার বিষয়াদি প্রয়োজনানুসারে পর্যালোচনা ও উন্নত করতে হবে। একই বিষয় একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের (MoI) দায়িত্ব হবে দেশব্যাপী হাইজিন বিষয়ক বার্তাদি গণমাধ্যমে প্রচার করা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া।

এনএফ-ডব্লিউএসএস-এর পলিসি অ্যান্ড সাপোর্ট কমিটির দায়িত্বভুক্ত হচ্ছে সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্যানের (এসডিপি) নীতিমালা, কৌশল ও বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বিষয়াদি। এলজিডি'র পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (PSU) হবে উক্ত কমিটির সচিবালয়। এই কমিটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ উন্নয়ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবে।

এনএফ-ডব্লিউএসএস-এর টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বের আওতাভুক্ত রয়েছে থিম্যাটিক গ্রুপগুলোর কারিগরি দিক ও তাদের কর্ম তৎপরতা। ডিপিএইচই এই কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে।

দ্য লোক্যাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি) হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন-সহযোগীদের একটি সমিতি,অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসহ এই সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহ; যার উদ্দেশ্য হচ্ছে-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, বিবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার বিষয়াদি নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করা, পানি সরবরাহের জন্য সেক্টর উন্নয়ন কর্মকান্ড, স্যানিটেশন এবং হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) হচ্ছে বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের নেতৃত্বদানকারী সংস্থা (Lead Agency)। ডিপিএইচই স্বীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান (Campaign) ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি হাইজিন প্রসার সংশ্লিষ্ট কর্ম তৎপরতার সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা করবে।

সকল ওয়াসা (WASA) হচ্ছে আধা-স্বশাসিত সংস্থা, যার ব্যবস্থাপনা স্ব স্ব বোর্ডের ওপর ন্যস্ত এবং যা সরাসরি প্রতিবেদন প্রদান করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কাছে। ঢাকা ওয়াসার আওতাভুক্ত হচ্ছে পানি সরবরাহ, আবদ্ধ জল (Storm) নিষ্কাশন প্রক্রিয়া, এবং পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা। চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা ওয়াসা বর্তমানে কেবলমাত্র পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা করছে। হাইজিন প্রসারে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ওয়াসাগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে সিটি কর্পোরেশনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে।

সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলো স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে স্ব স্ব পর্যায়ে, ওয়াশ (WASH) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে সমন্বয়সাধন ও বাস্ড়বায়ন করবে সকল পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত (হার্ডওয়্যার ও সফ্‌ট্‌ওয়্যার) কার্যক্রম ও তার অগ্রসরতা পরিবীক্ষণ।

উপজেলা পরিষদ স্বীয় অধিক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে চলবে। উপজেলা ওয়াটসান কমিটি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ওয়াটসান কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে সমন্বয়সাধন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে (CHT), পার্বত্য পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন প্রসারের কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন, জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব সৃষ্টি, এনজিও/সিবিও, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যবসা উদ্যোক্তা ও ব্যক্তি পর্যায়ে কার্যকর সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ।

গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর। ওয়াশ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটি।

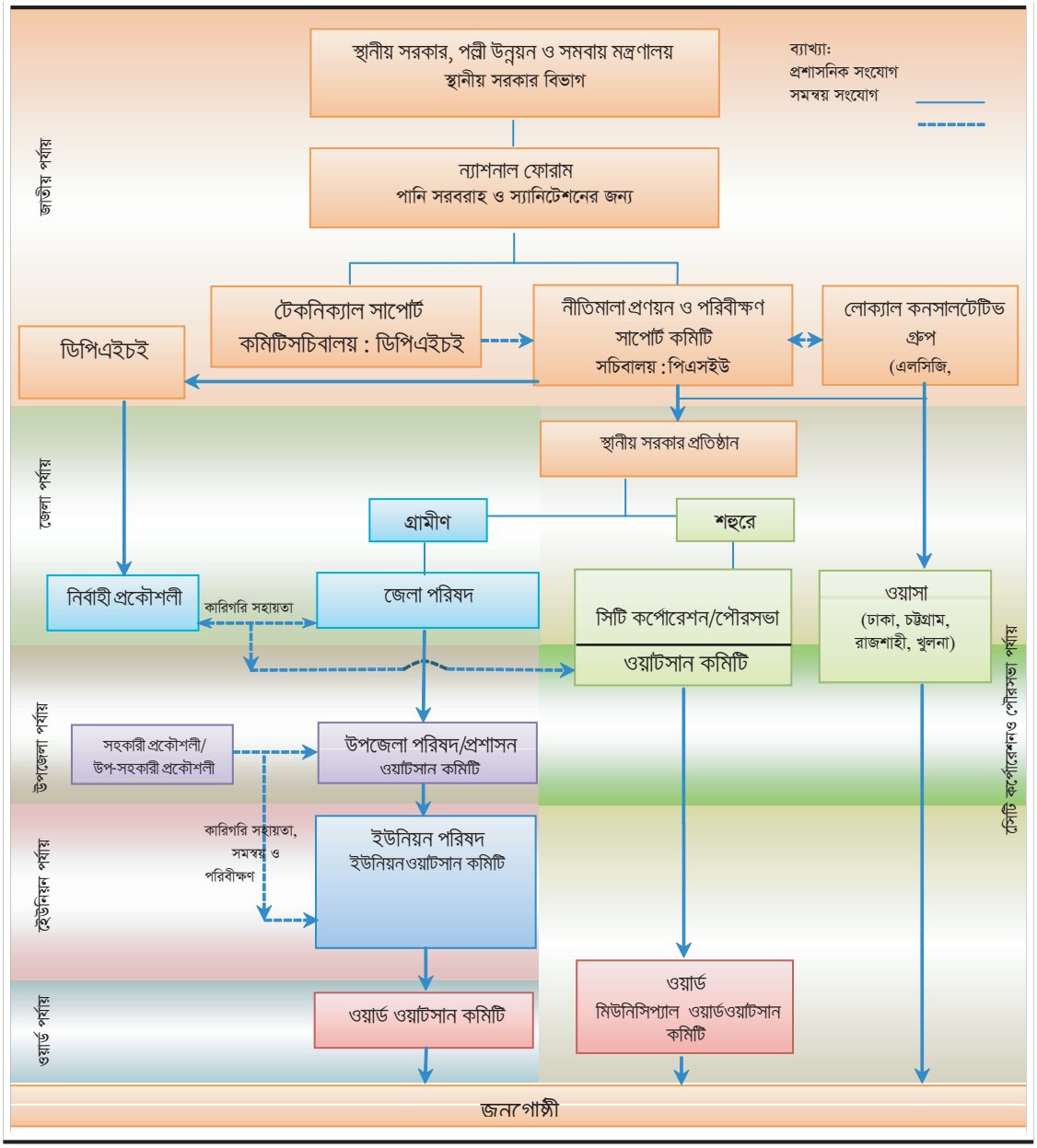

চিত্র ৩ - হাইজিন প্রসারের জন্য সেক্টর সমন্বয় কৌশল

কৌশল ৩: এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন ও সরকারি সেবার ঘাটতি পূরণে এনজিওসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এনএফ-ডব্লিউএসএস, ওয়াশ (WASH) কর্ম-এলাকায় জিওবি এবং এনজিও'র মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করবে।

প্রাইভেট সেক্টর ইতোমধ্যে তাদের বাজার সম্প্রসারণের কৌশল হিসেবে হাইজিন পণ্যসামগ্রী (সাবান, স্যানিটারি প্যাড, খাবার স্যালাইন, পানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক ও পাইপ, বালতি ইত্যাদি) উৎপাদনের মাধ্যমে হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত কর্ম-

তৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাইজিন প্রসারের কার্যক্রমকে কর্পোরেট সোস্যাল রেসপোন্সিবিলিটি (CSR) উদ্যোগের আওতাভুক্ত করতে হবে। কার্যকর পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর উভয়ের জন্য একটি জিৎ-জিৎ অবস্থা (Win-Win Situation)। পাবলিক সেক্টর লাভবান হতে পারে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসা সম্প্রসারণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট সোস্যাল রেসপোন্সিবিলিটি (CSR) উদ্যোগের আওতায় বিশেষজ্ঞতা ও সম্পদ আহরণের মধ্য দিয়ে, অপরদিকে প্রাইভেট সেক্টর লাভবান হতে পারে বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণ করে। হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য যথাযথ প্রণোদনা প্যাকেজ (Incentive Package) থাকা বাঞ্ছনীয়।

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় উন্নয়ন-সহযোগীরা বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ডব্লিউএসএস প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কৌশল বাস্তবায়ন ও হাইজিন প্রসার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে।

কৌশল ৪: জাতীয় পর্যায়ে হাইজিন প্রসার

জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হাইজিন প্রসার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে টেকসই ও ন্যায্যতার নিরিখে নিরাপদ পানিতে অধিকতর প্রবেশাধিকার এবং স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে। হাইজিন প্রসারের সুসংবদ্ধ জাতীয় কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

- সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়াশ সুবিধাদি (WASH Facilities) পৌঁছানোর জন্য চাহিদা-সাড়াদায়ক ও চাহিদা-তাড়িত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহকে সংগঠিতকরণ, জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে কারিগরি (ডিপিএইচই, ওয়াসা, এনজিও) এবং অর্থসংস্থানকারী (ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী, জিওবি, উন্নয়ন সহযোগী) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগসাধনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে।
- ওয়াশ কার্যক্রমের মূলধারায় ওয়াটার সেফটি প্ল্যানকে (WSP) সুসংহত করতে হবে।
- ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি চালু করতে হবে ওয়াস কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পদ বরাদ্দ এবং সদ্ব্যবহারের জন্য, যাতে এ সেক্টরে উন্নততর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বজায় থাকে। এতে ওয়াস (WASH) কার্যক্রমে গৃহীত উদ্যোগে দ্বৈততা পরিহার সম্ভব হবে। এগুলোকে ডব্লিউএসএস (WSS)-ভুক্ত জাতীয় এমআইএস (MIS) কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।
- এলজিডি'র এনএফ-ডব্লিউএসএস (NF-WSS)-এর আওতাভুক্ত 'হাইজিন প্রসার' সংশ্লিষ্ট থিম্যাটিক গ্রুপ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (জিওবি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর, সিবিও, সুশীল সমাজ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, অ্যাক্টিভিস্ট ইত্যাদি) মধ্যে আলোচনা ও সংলাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ওয়াশ সুবিধাদি ও হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং বিকল্প পছন্দের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে হাইজিন প্রসারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর মিডিয়া (ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও কমিউনিটি রেডিও) অংশীদারিত্বের প্রয়োজন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে হাইজিন শিক্ষা ও তার অভ্যাস নিশ্চিতকরণ আবশ্যক।
- হাইজিন প্রসারকে প্রাথমিক, মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল যেখানে রয়েছে পুনঃপুন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এরূপ জরুরি অবস্থার সময় হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং একটি পদ্ধতিগত উদ্যোগের প্রয়োজন যা দুর্গত

মানুষকে সক্ষম করবে পানি ও দেহবর্জ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এবং প্রয়োগসিদ্ধ পথ দেখাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে। জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ বিবেচনাযোগ্য:

- জরুরি অবস্থাকালীন প্রস্তুতি (Emergency Preparedness) কর্মসূচিরএকটি আবশ্যকীয় উপাদান হবে হাইজিন।
- বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য পাবলিক/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি ও হাইজিন কিট রাখতে হবে।
- জরুরি অবস্থায় হাইজিন প্রসার কর্মকান্ডের সাথে মূল বার্তাগুলোকে (Key Messages) একীভূত করে কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে।
- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে ঋতুভিত্তিক; সুতরাং হাইজিন সংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী (Hygiene Materials) দুর্যোগের আগেই দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সংস্থানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ভৌত সুবিধার নক্শা প্রণয়ন, পরিচ্ছন্নতা উপকরণ নির্বাচন (Hygiene Kits) ও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে জন অংশগ্রহণ।
- স্বেচ্ছামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদির (Facilities) রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- হাইজিন সংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী (Hygiene Items) বাছাই এবং বন্টন এবং এগুলোর কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ওয়াশ স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজনে।

কৌশল ৫: দুর্গম এলাকায় হাইজিন প্রসার

দুর্গম এলাকার জন্য কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে বিশেষ বিষয়াদি যা আর্থ-সামাজিক (যেমন : দারিদ্র্য-স্তর, শিক্ষাগত অবস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো, বয়স এবং লিঙ্গ ইত্যাদি), অভীষ্ঠ-আওতা (দুর্গম এলাকা ও জনগণ), ভূ-প্রাকৃতিক (Geo-physical) (যথা- প্লাবনভূমি, পাহাড়ী, খরাপ্রবণ, চর, উপকূলীয় অঞ্চল) এবং হাইড্রু-জিওলজিক্যাল (যথা–আর্সেনিক, লবণাক্ততা এবং নিম্ন-গর্ভস্থ পানিস্তর ইত্যাদি) অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সকল সুনির্দিষ্ট এলাকার জন্য হাইজিন প্রসার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করবে নিম্নবর্ণিত বিশেষ বিবেচনাসমূহ :

ক) চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সমাজ কাঠামো, সংস্কৃতি চর্চা, শিক্ষার মান, ভাষা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, পানির উৎস ও স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং হাইজিন সম্পর্কে উপলব্ধি তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম এলাকার চেয়ে ভিন্ন। পাহাড়ী এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পানির উৎস সন্ধানকে দুঃসাধ্য করে তুলে। প্রচলিত স্যানিটারি উপকরণাদি মাথায় করে পাহাড়ের ওপরে পরিবহণ করতে হয়। পরিশোধন না করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের ঝুঁকি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতিসীমিত। এক্ষেত্রে, নিম্নে উল্লেখিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করতে হবে :

- সারা বছর জুড়ে নিরাপদ পানিতে প্রবেশাধিকার দিতে হবে; পানি সরবরাহের বিকল্প উৎসসমূহ অনুসন্ধানক্রমে শনাক্ত ও তাদের ব্যবহারে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গিরিখাত ও উপত্যকার জলাধার, মাধ্যাকর্ষিক প্রবাহ ব্যবস্থা (Gravity Flow System), পরিস্রাবণ গ্যালারি (Filtration Gallery) ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- যথাযথ গৃহস্থালী পানি-সংরক্ষণ সুবিধা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করতে হবে যাতে কোনোরূপ দূষিতকরণ ব্যতিরেকে দীর্ঘদিন যাবৎ পানি সংরক্ষণ করা যায়।
- ওজনে হালকা স্যানিটেশন উপকরণাদি (প্লাস্টিকের রিং স্লাব, রিং ওয়েল ইত্যাদি) উদ্ভাবন ও প্রস্তুতকরণ এবং ইকো-স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে।

- রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান-মধ্যবর্তী বিজ্ঞপ্তি বা কর্মসূচি-প্রসারমূলক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণসংযোগ করতে হবে এবং স্থানীয় ভাষা/উপভাষায় প্রচারাভিযান চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সমাজ কাঠামো ভিন্ন হওয়ার কারণে, হাইজিন প্রসার কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে সমাজে প্রভাবশালী হেডম্যান, কারবারি, সমাজপতি, লোকজ ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে।
- স্থানীয় সাংস্কৃতিক দলগুলোকে জড়িত করে এবং কমিউনিটি রেডিও ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যাসগত ও সামাজিক নিয়মাচারে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- পানি-দুর্লভ এলাকা (Water Scarce Area) হিসেবে, স্যানিটেশন উপকরণ/পস্থা উদ্ভাবন হতে হবে পানি সাশ্রয়ী (যথা-ড্রাই স্যানিটেশন)। পানি সংরক্ষণে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

খ) উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রবর্তী দ্বীপসমূহ

উপকূলীয় বেষ্টনী হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম এলাকার মধ্যে একটি, যেখানে মানুষেরা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, যেমন : ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সামুদ্রিক প্লাবনে আক্রান্ত হয়। ঐসব এলাকায় অসংখ্য পানির উৎস আছে, কিন্তু নদী ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে বছরব্যাপী নিরাপদ পানির উৎসের সংখ্যা সীমিত থেকে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের কারণে অবস্থার আরও ক্ষতিসাধন হয়েছে এবং তা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সামনের বছরগুলোতে।

- বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা যথা- পন্ড-স্যান্ড ফিলটার, বৃষ্টির পানিসংগ্রহ (Rain-Water Harvesting) পদ্ধতি, গভীর নলকূপসহ সামর্থানুরূপ লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রযুক্তি অন্বেষণ/সংবীক্ষণ করতে হবে।
- অগভীর ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের লবণাক্ততা হ্রাসকরণার্থে বৃষ্টির পানি দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণের বিষয়টি সংবীক্ষণ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচ্ছাদিত অগভীর নলকূপ চালু করা যেতে পারে।
- উচ্চ ভূমিতে কমিউনিটি-পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রাপ্তিসাধ্য করতে হবে।
- হাইজিন প্রসার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে প্রাক-দুর্যোগ, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর সময়ে। দুর্যোগকালীন সময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে, সর্বসাধারণের স্থান ও ধর্মীয় উপাসনার স্থানগুলোতে মেগাফোন, লিফলেটের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সচল পানিশোধন সরঞ্জামসহ লাগসই পানিশোধন প্রযুক্তি সক্রিয় করতে হবে।
- শৌচাগারের জন্য প্রথাগত অগভীর মাটির গর্তের স্থলে উঁচু প্লাটফর্ম নির্মাণ করতে হবে ।
- দুর্যোগকালীন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় করতে হবে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে হাইজিন সংক্রান্ত বিষয়াদি যত্নসহকারে তত্ত্বাবধানের জন্য।

গ) নিম্ন পানিস্তর **(Low Water Table)**

নিম্ন পানিস্তর এলাকা ও বরেন্দ্র এলাকায় হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে মূল বিপত্তি হচ্ছে বছরব্যাপী নিরাপদ পানিতে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা। সেচকার্যের জন্য প্রচুর পানি নিষ্কাশনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে, নিরাপদ পানিতে প্রবেশাধিকার ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। প্রাপ্তিসাধ্য ভূ-পরিস্থ পানির উৎসসমূহ, যথা-নদী ও পুকুর শীত ও গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এই অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলছে বারংবার খরা ঘটার কারণে। আসন্ন বছরগুলোতে এই অবস্থা আরও মারাত্মক হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হাইজিন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতাও খুবই সীমিত।

- পানির বিকল্প উৎস যেমন বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (Rain Water Harvesting) এবং সংরক্ষিত জলাধার (Water Reservoirs/Impounding Reservoirs)-এর অনুসন্ধান ও পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। সেচ ব্যবস্থার জন্য পানি নিষ্কাশন ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের নির্বিঘ্ন সঞ্চারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে যাতে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নিঃশেষ না হয়ে যায়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। বহু এলাকায় মানানসই সেচ ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক থেকে যাতে পানীয়জল ও স্যানিটেশনের জল সরবরাহ করা যেতে পারে এতদুদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত পদ্ধতি নিরূপণ করা সমীচীন।
- বন্যার সময় কমিউনিটি পর্যায়ের ল্যাট্রিন ও পানির উৎসসমূহ নিরাপদ রাখা প্রয়োজন।
- পানি-ঘাটতি এলাকায়, হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে স্বল্প পানি ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পানি সংরক্ষণের প্রতি গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।
- সেচ ও গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য পুকুর/খাল খনন করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) জলাভূমি (হাওর ও বিল)

বছরের অধিকাংশ সময় হাওর ও জলাভূমিগুলো প্লাবিত থাকে। এইসব এলাকার পানীয়জল ও স্যানিটেশনের অবস্থা আতঙ্ককর, কেননা ক্ষুদ্র পরিসরে স্বল্প সংখ্যক হাইজিনসম্মত শৌচাগার সেখানে রয়েছে এবং উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগের অভ্যাস এইসব এলাকায় ব্যাপক বিস্তৃত। এলাকার জনগণ নলকূপের পানির ওপর বেশি নির্ভরশীল, যা বন্যার পানির নিচে তলিয়ে যায় ফলে নিরাপদ পানির উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

- জলাভূমি এলাকায় হাইজিনসম্মত শৌচাগারের যথোচিত মডেলের অন্তর্ভুক্ত হবে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম, উঁচুতে স্থিত মাটির গহবর (Pit) এবং ভাসমান শৌচাগার। প্রথাগত গহবরযুক্ত শৌচাগারের (Pit Latrine) গহবরের গভীরতা এমনভাবে সীমিত হবে যে ভূগর্ভস্থ পানিতে (Ground Water) যেন সংক্রমণ না ঘটে। এই বিষয়ে আরও গবেষণা চালাতে হবে।
- বন্যার সময় কমিউনিটি পর্যায়ের শৌচাগার ও পানির উৎসসমূহকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন।
- নিয়মিত কর্মসূচির অতিরিক্ত, প্রসার সংশ্লিষ্ট কিছু কার্যক্রম বন্যা-পূর্ব, বন্যা-উত্তর ও বন্যাকালীন সময়ে পরিচালনা করতে হবে। দুর্যোগকালীন অবস্থায় এসএমএস-এর মাধ্যমে, সর্বসাধারণের স্থান ও ধর্মীয় উপাসনার স্থানগুলোতে মেগাফোন, লিফলেট-এর মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- দুর্যোগকালীন অবস্থায় জরুরি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ভ্রাম্যমান পানিশোধন সরঞ্জামসহ লাগসই পানিশোধন প্রযুক্তি সক্রিয় করতে হবে।

ঙ) চর এলাকা

দুর্গম চর এলাকা হচ্ছে দেশের দরিদ্রতম ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল, যেখানে পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের অবস্থান মানসম্মতার অনেক নিচে। বন্যার সময় এই এলাকাগুলো আংশিক বা পূর্ণভাবে প্লাবিত হয় এবং নদী ভাঙ্গনের কারণে পানির উৎস ও স্যানিটেশন সুবিধাদি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই এলাকাগুলোর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Ground Water) হচ্ছে অগভীর এবং মাটিতে বালির প্রাধান্য অধিক। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ এবং গহবরযুক্ত শৌচাগারের (Pit Latrine) কারণে ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি সংক্রমণ একটি অন্যতম সমস্যা। এই এলাকার জনগণ মূলধারাবিচ্ছিন্ন এবং গতানুগতিক হাইজিনসম্মত সংক্রান্ত প্রচারাভিযানের নাগালের বাইরে এরা থেকে যায়।

- জলাভূমি এলাকায় হাইজিনসম্মত শৌচাগারের যথোচিত মডেলের অন্তর্ভুক্ত হবে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম, উঁচুতে মাটির গহবর (Pit) এবং ভাসমান শৌচাগার। প্রথাগত গহবরযুক্ত শৌচাগারের (Pit Latrine) গহবরের গভীরতা এমনভাবে সীমিত হবে যে ভূগর্ভস্থ পানিতে যেন সংক্রমণ না ঘটে। এ বিষয়ে আরও গবেষণা চালাতে হবে।

- বন্যার সময় কমিউনিটি পর্যায়ের শৌচাগার ও পানির উৎসসমূহকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন।
- নিয়মিত কর্মসূচির অতিরিক্ত, প্রসার সংশ্লিষ্ট কিছু কার্যক্রম বন্যা-পূর্ব, বন্যা-উত্তর ও বন্যাকালীন সময়ে পরিচালনা করতে হবে। দুর্যোগকালীন মুহূর্তে এসএমএস-এর মাধ্যমে, সর্বসাধারণের স্থান ও ধর্মীয় উপাসনার স্থানগুলোতে মেগাফোন ও লিফলেট-এর মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- দুর্যোগকালীন অবস্থায় জরুরি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ভূ-পরিস্থ পানিশোধন সরঞ্জাম/ভ্রাম্যমান পানিশোধন সরঞ্জামসহ লাগসই পানিশোধন প্রযুক্তি সক্রিয় রাখতে হবে।
- যেহেতু চর এলাকাসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রসার-কার্যক্রমের মূলধারার বাইরে, সেহেতু হাইজিন প্রসার অভিযান চরাঞ্চলের জনগণ পর্যন্ত নাও পৌঁছাতে পারে। এই এলাকাগুলোতে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) এবং এনজিওদের হাইজিন প্রসারে মূল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

চ) শহুরে বস্তিও অবৈধ দখলদারবসতি **(Urban Slum and Squatters)**

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ শহুরে-বস্তি ও জবরদখলকৃত বস্তিতে বসবাস করছে। সেখানে মনুষ্য দেহ-বর্জ্য অপসারণ, নিরাপদ বর্জ্যপানি-নিষ্কাশন বা পয়ঃপ্রণালির কোনো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ঝুলন্ত শৌচাগারের ব্যবহার বস্তিতে খুবই প্রচলিত। এটিই পানির উৎসসমূহ দূষিতকরণের অন্যতম প্রধান কারণ। সেখানে সচেতনতা, পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির অভাবের কারণে ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য এবং পরিবেশগত হাইজিন চর্চা কার্যত অনুপস্থিত। যেখানে গ্রাম এলাকাগুলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বাস্থ্যকর্মীদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে সেখানে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অনুরূপ সমতুল্য কিছু নেই এবং যাদের বেশিরভাগই হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের কোনো বার্তা সম্পর্কে অবহিত হবে না জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রচারাভিযান সেখানে না থাকার কারণে। শহর এলাকার যখন বিস্তৃতি ঘটে চলছে তখন এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

- শহুরে বস্তিগুলোতে নিরাপদ পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে ওয়াসা ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।
- স্যানিটারি শৌচাগার সুবিধাদির প্রসার ও তা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বীয় মালিকানার উপলব্ধি সঞ্চারণের জন্য।
- বস্তিবাসীর মধ্যে হাইজিন চর্চার জন্য ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটি গণসচেতনতা অভিযান পরিচালনা করবে।
- বস্তিগুলো, সচরাচর শহরের পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত এলাকায় অবস্থিত। এই এলাকাগুলো বেশিরভাগই নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বস্তির ও শহরের অন্যান্য অংশের আবর্জনা ও ময়লা পানি (Waste Water) পয়ঃপ্রণালির মাধ্যমে এসকল এলাকায় জমা হয় এবং পর্যাপ্তভাবে নিষ্কাশিত হয়না। ওয়াসা এবং পৌরসভা সেখানে বস্তিবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্জ্যপানি নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালি সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।
- বর্জ্য অপসারণ সুবিধাদিসহ কাস্টার/কমিউনিটি শৌচাগার চালু করতে হবে।

কৌশল ৬: আচরণগত ও সামাজিক পরিবর্তনের যোগাযোগ (বিএসসিসি) কৌশল

কার্যকর হাইজিন প্রসার সাধারণভাবে, অন্যান্যের মধ্যে, অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলসমূহের ব্যাপ্তি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাইজিন প্রসার এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মাচারে পরিবর্তন সাধন, যার মাধ্যমে জনগণকে তাদের বিরূপ আচরণ সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং নিবৃত করা যায় পানি ও স্যানিটেশন সম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটানো থেকে। এর জন্য একটি যোগাযোগ কৌশল যথাযথভাবে কার্যকর থাকবে যার মধ্যে একপ্রস্থ পদ্ধতি এবং উপকরণ সন্নিবেশিত থাকবে হাইজিন চর্চার মধ্যে নীহিত অভ্যাসগত ব্যবধানগুলো চিহ্নিত করার জন্য ও অভীষ্ঠ আচরণ চর্চার নিমিত্তে বার্তা তৈরি করে বিভিন্ন চ্যানেলে তা প্রচারের মাধ্যমে নেতিবাচক সামাজিক নিয়মাচার পরিবর্তনের জন্য। সাধারণভাবে, আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগের বহুল ব্যবহার, গণসংযোগ মাধ্যমের ব্যবহার, কমিউনিটি মিডিয়া যেমন :

আন্তক্রিয়ামূলক জনপ্রিয় নাটক (Interactive Popular Theatre), এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) যথা-এসএমএস, ফেসবুক, সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগের ব্যবহার, জনসমষ্টির অংশগ্রহণ, সামাজিক সমাবেশ এবং জাতীয় হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত প্রচারাভিযান হচ্ছে গৃহীত প্রধান বিসিসি কৌশল।

নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত:

- 'গুচ্ছ আচরণ' (Cluster Behaviour)-এর প্রসার, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিরাপদ পানি ও হাইজিনসম্মত স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশাধিকার, হাইজিন প্রসারে প্রয়োগকৌশল এবং উদ্দিষ্ট-দলের (Target Group) মধ্যে হাইজিন প্রসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণার্থে সক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং এই আচরণ চর্চা বজায় রাখা।
- পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া ও পানিবাহিত রোগ-ব্যাধি হ্রাস করণের মাধ্যম হচ্ছেন মাতা-পিতা, যাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা/স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রভাবিত করতে হবে।
- হাইজিন প্রসারে গৃহ-পর্যায়ে মহিলাদের ভূমিকা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাইজিন প্রসারে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- স্কুলের শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। গৃহে শিশুরা ইতিবাচক হাইজিনসম্মত কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকারী ও সমর্থক হতে পারে।
- সমাজের সদস্যদের জন্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হতে পারেন চমৎকার যোগাযোগের মাধ্যম। ওয়াটসান কমিটিতে ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- দ্য ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন (এনএফ-ডব্লিউএসএস)-কে অন্যান্য নানাবিধ স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা নিয়ে হাইজিন প্রসারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত প্রচারাভিযান নিয়মিতভাবে সংগঠিত করতে হবে।
- টেকসই জনস্বাস্থ্য অভিঘাত (Impact) সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান আওতাভুক্ত এলাকা নির্দিষ্ট করতে হবে, যা সুনির্দিষ্ট আচরণ ক্ষেত্র (Behavioural Domain)-গুলোকে সম্পৃক্ত করবে। ব্যক্তিগত (রজঃস্রাবসহ) হাইজিন সুবিধাদি এবং সেবাসমূহের আওতাভুক্ত হবে প্রতিটি গৃহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও বাজার এলাকা যেখানে লোকজন দিনে বেশি সময় থাকে (১-২ ঘন্টার বেশি)। হাইজিন খাদ্য সংক্রান্ত আচরণ (Food Hygiene)-এর আওতাভুক্ত হবে বিভিন্ন প্রকারের স্থানসমূহ-রান্নাঘর থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল, আপ্যায়ন ও বিনোদন স্থান (যথা-পার্ক, সিনেমা হল), দূরগামী যান (যথা-রেল, স্টিমার, জাহাজ, আকাশযান), পথ-বিপণি ও ভ্রাম্যমান বিক্রেতা পর্যন্ত। পরিবেশগত হাইজিন-এর আওতাভুক্ত হবে সকল শহর ও গ্রামাঞ্চল যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন (অনসাইট ও অফসাইট) হবে প্রাসঙ্গিক।
- সাবান, স্যানিটারি প্যাড, ওআরএস, পানি সংরক্ষণের ট্যাংক ও পাইপ, হাত ধোয়ার পাত্র, টয়লেট পেপার ও পানিশোধন সরঞ্জামাদির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ।
- সিবিও'র মাধ্যমে ওয়ান-টু-ওয়ান অ্যাপ্রোচ, লিফলেট বিতরণ, দলগত সভা, মেলা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে সামাজিক বিপণন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে সাবান, কোরিনেশন টেবলেট, স্বল্পমূল্যের প্লাস্টিক বেসিন এবং ওআরএস-এর বিপণন নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) আওতাধীন ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন-এর (এনএফ-ডব্লিউএসএস) নির্দেশনা (Guide) মোতাবেক দেশব্যাপী হাইজিন সম্প্রসারণের জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা।
- ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন-এর সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইইসি ও বিসিসি উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ করবে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে ফিল্ড অফিসকে দিয়ে ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে।
- হাইজিন কার্যক্রম প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানীয় ও সামাজিক প্রচারমাধ্যম, গণমাধ্যম (বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট, মাইকিং, এসএমএস, রেডিও, টিভি, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী)-কে ব্যবহার করবে ।

কৌশল ৭: সফল হাইজিন প্রসার মডেল অনুসন্ধান ও পুনঃব্যবহার

আচরণগত ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ কর্মসূচির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর উদ্দিষ্ট অংশের ওপর। এইভাবে, জনগোষ্ঠীর উপলব্ধি ও আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গঠনমূলক গবেষণা (Formative Research) ও নিবিড় সমীক্ষা (In-depth Studies) চালাতে হবে এবং জনস্বাস্থ্যে কাম্য অভিঘাত সৃষ্টির লক্ষ্যে পদ্ধতিগত পরিকল্পনায় প্রসারানুকূল হস্তক্ষেপ করতে হবে। গণজাগরণ (Mass Mobilization), সামাজিক নিয়মাচার পরিবর্তন ও যোগাযোগ অভিযান সংক্রান্ত সফল মডেল দেশ বা বিদেশ থেকে অনুসন্ধান করে এনে তার পুনঃব্যবহার পাইলট কর্মসূচিতে গ্রহণ করতে হবে।

কৌশল ৮: সামাজিক সংগঠনের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

হাইজিন চর্চা ও সামাজিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রচারাভিযানের মূলে রয়েছে বিরাজমান ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চর্চাতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম এরূপ উপাদানসমূহকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং হাইজিন প্রসারের জন্য সমাজ থেকে উঠে আসা নেতৃত্বকে যথার্থ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক সংগঠন (যথা-ধর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠন, যুবশক্তি এবং তাদের দেশীয় ও স্থানীয় সহযোগী সংস্থা, যদি থাকে), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (যথা-স্কুল) এবং এতদুদ্দেশ্যে স্কুলের শিশুদের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

কৌশল ৯: হাইজিন প্রসারের জন্য বাজেট বরাদ্দ

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ২০০৪ সালে স্যানিটেশন বিষয়ে বেশ কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে থোক বরাদ্দ (Block Allocation) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যার শতকরা ২০ ভাগ বরাদ্দ হচ্ছে স্যানিটেশন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও হাইজিন প্রসার কর্মসূচির জন্য। এই অংশের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়িত হবে স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রসারের নিমিত্তে। অধিকন্ত, এলজিডি প্রদত্ত স্যানিটেশন নির্দেশিকা ওয়াটসান কমিটিকে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে, উপজেলা পর্যায়ে ২টি ও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ) বছরে ১টি করে "সচেতনতা উন্নয়ন সভা" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। এ ছাড়াও, এলজিডি কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রতি বছর স্যানিটেশন মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসাধারণের সমাগম স্থলে প্রচারকার্যও চালানো হয় হাইজিন প্রসারের জন্য। বাজেট বরাদ্দের ব্যবহার ও কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য এইসব প্রসার কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ করা প্রয়োজন। এই ফলাফল নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে বাজেট বণ্টন পর্যালোচনা করতে হবে।

কৌশল ১০: সেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ

নারীকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয় তার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম, অভ্যাস ও মনোভঙ্গি, আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নীতিমালা গঠন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আলোচ্যসূচি প্রণয়ন ও মান নির্ধারণ। এইজন্যে তা আলোকপাত করবে–

- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার পরিবর্তনে এতদসঙ্গে উদ্দেশ্য, কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ বণ্টনেও।
- নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যপ্রণালি প্রণয়ন।
- হাইজিন প্রসারের লক্ষ্যে নারীর অংশগ্রহণ বিবেচনার ক্ষেত্রে, যা কেবলমাত্র তাদের প্রতীকী ভূমিকার (জেন্ডার অ্যাডভাইজার, মহিলা কর্মকর্তা) জন্য নয় বরঞ্চ নারীরা বিবেচিত হবে পুরুষের সঙ্গে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ক্ষমতাপন্ন প্রবক্তা হিসেবে ও উদ্দেশ্যসাধনে নিবেদিত যোদ্ধা দল হিসেবে-যাদের আগ্রহ রয়েছে শোনতে, খাপ খাওয়াতে এবং অবদান রাখতে।

৪. সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪.১. ডব্লিউএসএস সেক্টরভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

হাইজিন প্রসারের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কোনো বিযুক্ত কর্মপন্থা হবে না। আবশ্যিকভাবে তা হবে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন প্রসার কার্যক্রম সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানকল্পে সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ উদ্যোগ অবশ্যই সম্পৃক্ত করবে সংশ্লিষ্ট টার্গেট গ্রুপগুলোকে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা-ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর লোক্যাল গভর্নমেন্ট (এনআইএলজি), বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বুয়েট-এর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেইনিং নেটওয়ার্ক (আইটিএন)-কে ব্যবহার করা যেতে পারে সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে।

জিওবি (GOB)-এর হেল্‌থ্ অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রাম (HPSP)-এর আওতাভুক্ত হচ্ছে ইসেনশল সার্ভিস প্যাকেজ (ESP)। ইএসপি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিশুস্বাস্থ্য সেবা। হেল্‌থ্ অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রাম (HPSP)-এর অগ্রাধিকার প্রদানকৃত বিষয় হচ্ছে আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ (BCC)। স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়নের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ লাভবান হতে পারে এই কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে।

হাইজিন প্রসারের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে (জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন) প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের (TOT) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ করে প্রশিক্ষকদের একটি দল (Pool) গঠন করতে হবে যা বিভিন্ন ওয়াটসান কমিটির জন্য কাজ করবে।

সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজস্ব হাইজিন প্রমোশন ইউনিট ও কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক পেশাদার জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৪.২. স্বাস্থ্য ও হাইজিন সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন

যথাযথ আচরণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঐ সকল ফলাফল প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত কিছু বিষয়ের ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

- খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করার পূর্বে ও মলত্যাগের পরে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধোয়া;
- শিশুর নিম্নাঙ্গ ও মল-মূত্র পরিষ্কারের পর সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধোয়া;
- পান করা, রান্না ও ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার;
- স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ বজায় রেখে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার;
- নোংরা আবর্জনা (মানুষ ও পশুর দেহবর্জ্য) ও গৃহস্থালি বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ;
- রজঃস্রাববিষয়ক হাইজিন, অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে;
- পানির মান পরিবীক্ষণ।

বিভিন্ন এলাকার হাইজিন প্রসার কার্যক্রম ও তাদের কার্যকারিতা-এর ওপর গবেষণা ও প্রকাশনা অন্যান্য কর্মী ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন ও আদান-প্রদান করতে হবে।

৪.৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

দুই স্তরে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে:

(১) অগ্রগতি-পরিবীক্ষণ বিভিন্ন ধাপে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপ করবে।

(২) অভিঘাত-পরিবীক্ষণ বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের (Interventions) ফলে সংঘটিত আচরণগত পরিবর্তন মূল্যায়ন করবে।

হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের পরিবীক্ষণে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে গুণগত এবং পরিমাণগত দিকসমূহ লিঙ্গভিত্তিক তথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে। সুনির্দিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে সহজ, সময়াবদ্ধনির্দেশক (Indicators) তৈরি করতে হবে এবং সময়ের পরিসরে সাধিত অগ্রগতি ও কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য যাচাই পদ্ধতি নিরূপণ করতে হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির একটি মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। পরিবীক্ষণ হতে হবে যতটুকু সম্ভব সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গে অংশিদারীত্বের মাধ্যমে এবং পরিবীক্ষণলব্ধ ফলাফল সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গেই ভাগ করে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে যে, জনগোষ্ঠী তাদের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবে এবং পরবর্তীকালে তারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা হিসেবে সিদ্ধান্ড় গ্রহণে সক্ষম হবে। যখনই প্রয়োজন হবে, হাইজিন প্রসার কর্মকান্ডে অংশীদারিত্বমূলক পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিদ্যমান পরিবীক্ষণ পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত বিরতি দিয়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করবে। এই সমীক্ষাগুলো অভিঘাত পরিবীক্ষণে তথ্যপ্রমাণ হিসেবে থাকবে, এবং একইভাবে পাদরেখা জরিপে (Baseline Survey) অনুপূরক হিসেবে কাজ করবে। এইরূপে এই সমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, কর্মপন্থা ও প্রচারাভিযান প্রক্রিয়ায় উন্নততর ও বিস্তারিতভাবে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়ক হবে। অগ্রগতি ও অভিঘাত পরিবীক্ষণ করতে হবে পর্যাবৃত্ত জরিপ এবং গঠনমূলক গবেষণার (Formative Research) মাধ্যমে এবং যার ফলাফল তুলনা করতে হবে পাদরেখা জরিপের সাথে।

অধিকন্তু, লব্ধ অভিজ্ঞতার একীকরণ এবং বিভিন্ন ডব্লিউএসএস উপাদানের কৃতি নিরূপণ করতে হবে যা তুলনামূলক বিশ্লেষণ সক্ষম করে তোলে।

- হাইজিন সম্পৃক্ত বিষয়াদির ওপর একটি পাদরেখা জরিপ করতে হবে যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির (JMP) আওতায় হু এবং ইউনিসেফ (WHO & UNICEF)-এর উদ্যোগে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর কাস্টার সার্ভের ভিত্তিতে। ডাটাবেজ প্রতি ১ বা ২ বছরে একবার হালনাগাদ করা যেতে পারে।

- প্রধান যাচাইযোগ্য নির্দেশক (Major Verifiable Indicators) ও হাইজিন প্রসারের উপকরণসহ একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) তৈরি করার প্রয়োজন হবে। এলজিডি'র আওতাভুক্ত ন্যাশনাল ফোরাম ফর ডব্লিউএসএস-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে (DGHS) এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪.৪. আচরণ পরিবর্তন পরিমাপ ক্রিয়াগত নির্দেশিকা

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রসার কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিভাগ, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন কাম্য আচরণগত পরিবর্তন পরিমাপের পদ্ধতি ও উপকরণসহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি, ক্রিয়াগত নির্দেশিকা (Operational Guideline) এবং এম অ্যান্ড ই কাঠামো প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। নিম্নবর্ণিত ছকে হাইজিনগত পরিবর্তন পরিমাপের জন্য মূল নির্দেশকসহ নির্দেশিকার একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের এমআইএস সিস্টেমে ব্যবহারযোগ্য নির্দেশকের সংখ্যা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির উদ্দেশ্য, সেবামূলক উপাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের ওপর। ওয়াশ নির্দেশক, সম্পূরক (Proxies) এবং পদ্ধতিসমূহ (গুণগত ও সংখ্যাগত উভয়ই) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার্য হবে, যার উদাহরণ নিম্নরূপ:

টেবিল ২: ক্রিয়াগত নির্দেশিকা

আচরণ ক্ষেত্র	যাচাইযোগ্য নির্দেশক (আচরণগত আউটপুট স্তর)	সম্পূরক (Proxies)
পানি সংক্রান্ত হাইজিন (Water Hygiene)	▪ পানি নিরাপদে সংগ্রহকারী, সংরক্ষণকারী ও ব্যবহারকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ফল ও শাক-সব্জি নিরাপদ পানি দ্বারা ধৌতকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ গৃহস্থালি ও প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য পানি নিরাপদ নিষ্কাশনকারী জনসংখ্যার শতকরা হার।	▪ ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার হ্রাসের শতকরা হার। ▪ পানি সংগ্রহ স্থল ,পানির উৎস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর সম্বলিত পরিবারের শতকরা হার।
স্যানিটেশন সংক্রান্ত হাইজিন [Personal (including menstrual) Hygiene]	▪ খাদ্যদ্রব্য বা আহার্য হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা বা গ্রহণের পূর্বে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধৌতকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ স্বীয় মল-মূত্র ত্যাগের পর পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধৌতকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ শিশুর নিম্নাঙ্গ পরিষ্কার করার পর পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধৌতকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ ল্যাট্রিন ব্যবহারের সময় পায়ে স্যান্ডেল পরিধানকারী জনসংখ্যার শতকরা হার। ▪ রজঃস্রাবকালীন স্যানিটারি ন্যাপকিন বা পরিষ্কার শুষ্ক টুকরো কাপড় ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত টুকরো কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণের শতকরা হার।	▪ ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার হ্রাসের শতকরা হার। ▪ হাতধোয়া ও রজঃস্রাব সংক্রান্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার্য্য পানির উৎস ও অন্যান্য সামগ্রী (সাবান,ন্যাপকিন ও টিস্যুবক্স) সহ ল্যাট্রিন-এর শতকরা হার। ▪ বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে নিম্ন উদর ও মূত্রনালীর প্রদাহ হ্রাসের শতকরা হার।
খাদ্য সংক্রান্ত হাইজিন (Food Hygiene)	▪ খাদ্যসামগ্রী (গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক) সর্বদা ঢেকে রাখে এমন জনসংখ্যা/পরিবার। ▪ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পরিবেশনায় পরিষ্কার (পানিদ্বারা) তৈজসপত্র ব্যবহারকারীদের শতকরা হার।	▪ খাদ্যসামগ্রী ঢেকে রাখার বিষয়টি মেনে চলা বৃদ্ধির শতকরা হার। ▪ ডায়রিয়ার বিস্তার/হ্রাসের শতকরা হার।
পরিবেশ সংক্রান্ত হাইজিন (Environmental Hygiene)	▪ আশপাশ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এমন জনসংখ্যা/গৃহস্থালি/প্রতিষ্ঠান-এর শতকরা হার। ▪ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বা ঝুলন্ত ল্যাট্রিন ব্যবহার হ্রাসের শতকরা হার। ▪ কঠিন ও তরল বর্জ্যের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এমন জনসংখ্যা/গৃহস্থালির শতকরা হার।	▪ আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায় এমন গৃহস্থালীর শতকরা হার। ▪ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার বৃদ্ধির শতকরা হার।

৫. কর্ম পরিকল্পনা

৫.১ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক কার্যক্রম

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত উদ্যোগ, উপকরণ ও নির্দেশিকার প্রয়োজন হবে। এটা আবশ্যকীয় নয় যে, পূর্বশর্ত হিসেবে এই পদ্ধতির প্রয়োজন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করার পূর্বে, বরঞ্চ তা ক্রমাগতভাবে প্রস্তুত ও সমন্বয় করে নিতে হবে প্রতিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে। এগুলোর যথাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোল্লিখিত অপরিহার্য পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা সুপারিশ করা হচ্ছে:

- হাইজিন প্রসার বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- হাইজিন সংক্রান্ত বিষয়াদি ও জনস্বাস্থ্যের ওপর পর্যাবৃত্ত প্রশিক্ষণ (Periodic Training) ও পরিচিতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে বিভাগীয় কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য;
- সেবা গ্রহণকারী ও প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জবাবদিহিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের সমন্বিত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত সুপারিশমালা ব্যতীত, কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হতে পারে তার অংশ/উপাদানের পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনা (Periodic Review), নির্দেশনা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যার লক্ষ্য সকল প্রয়াসকে শক্তিশালী করে তুলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা। তা অবশ্যই প্রভাবান্বিত করবে জাতীয় পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং কৌশলবিষয়ক অর্জনকে। তা সংযোজনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে উদ্ভুত সমস্যাদি ও চ্যালেঞ্জের জন্য অভিযোজন-কৌশল (Adaptation Strategy) এবং অন্য যেকোনো উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত যার পুনঃব্যবহার (Replication) প্রয়োজন হবে।

৫.২ বাস্তবায়নের মূল পদক্ষেপসমূহ

হাইজিন প্রসার কৌশল বাস্তবায়নের মূল পদক্ষেপগুলো নিম্নে উপস্থাপিত হলো। এটা কাম্য যে সকল স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন, এনএইচপিএস-এর কাঠামো এবং নির্দেশনামতে তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

টেবিল ৩: বাস্তবায়নের মূল পদক্ষেপসমূহ

ক্রমিক	মূল পদক্ষেপ	ফোকাল পয়েন্ট	নির্বাহী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন
১	জরিপ ও বেজলাইন সার্ভে উপাত্তসম্ভার (Database) হালনাগাদকরণ	পিএসইউ, এলজিডি	ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও (WHO)
২	সমন্বিত হাত ধোয়া প্রচারাভিযান	এনএফ-ডব্লিউএসএস, এলজিডি	এমওএইচএসডব্লিউ , এমওইনফ, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, এনজিও, সিবিও, প্রাইভেট সেক্টর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ।
৩	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে হাইজিন প্রসার।	এমওই, এমওপিএমই	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি।
৪	প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, কৌশল ও আইনি দলিলপত্র পর্যালোচনা ও মেনে চলা।	এনএফ-ডব্লিউএসএস,এলজিডি	পিএসইউ।
৫	হাইজিন প্রসার সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ	এনএফ-ডব্লিউএসএস, এলজিডি	এনআইএলজি, বার্ড, আইটিএন, আরডিএ, ডিপিএইচই।

টেবিল ৩: বাস্তবায়নের মূল পদক্ষেপসমূহ

ক্রমিক	মূল পদক্ষেপ	ফোকাল পয়েন্ট	নির্বাহী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন
৬	পানির উৎসসমূহ সংরক্ষণ	এমওইএফ(MoEF)	ডিওই, ডিপিএইচই, বিডব্লিউডিবি।
৭	পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ	এনএফ-ডবিব্লউএসএস, এলজিডি	ডিপিএইচই, ওয়াসা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন।
৮	যোগাযোগ উপকরণ, উন্নীত স্যানিটেশন সুবিধাদি সম্বন্ধে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ	এনএফ-ডব্লিউএসএস, এলজিডি	আইসিডিডিআরবি, ডিপিএইচই, ইউনিসেফ, এনজিও, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ।
৯	ওয়াটসান কমিটিগুলোকে সবল ও উদ্দীপ্তকরণ	এনএফ-ডব্লিউএস এস, এলজিডি	পিএসইউ, ডিপিএইচই।
১০	হাইজ্রিন প্রসার কার্যক্রমে গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ পরিবর্ধন	এনএফ-ডব্লিউএসএস, এলজিডি	এমওআই
১১	হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে বাজেট বণ্টন পর্যালোচনা ও যুক্তিসঙ্গত করা।	এনএফ-ডব্লিউএসএস, এলজিডি	পিএসইউ

৫.৩ মূল কুশীলবদের (Key Actor) সক্রিয়তা

মূল কুশীলবদের সুপারিশকৃত কর্মোদ্যোগ সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো। সকল স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে বাস্তবায়নের জন্য।

টেবিল৪: মূল কুশীলবদের সুপারিশকৃত কর্মোদ্যোগসমূহ

মূল কুশীলব	কর্মোদ্যোগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)	• সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কৌশল কার্যকর করা। • ওয়াশ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচিকে সমর্থনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। • স্বাস্থ্যসম্মত-আচরণ উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সমন্বয়সাধন। • সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা ও সমর্থন দান। • যথাযথ পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত বাজেট বণ্টনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা ও সমর্থন প্রদান। • হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের জন্য পৃথক বাজেট সংস্থান।
পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ), এলজিডি	• ডব্লিউএসএস সেক্টরে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি মূল সংস্থাসমূহকে নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিতকরণ, বাস্তবায়ন ও স্পষ্টীকরণ। • এলজিডির পক্ষে আন্তঃদাপ্তরিক সমন্বয় সুসাধ্যকরণ। • মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান। • কার্য-সম্পাদন পরিবীক্ষণ এবং সেক্টর নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	• হাইজিন প্রসার কার্যক্রমের উপাদানসমূহকে চলমান ও গৃহীতব্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সমন্বিতকরণের প্রয়াস গ্রহণ। • পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রসার কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার উদ্যোগের (বিশেষভাবে গ্রাম এলাকার জন্য) সক্ষমতা সৃষ্টি ও নির্দেশনা প্রদান।

ডব্লিউএসএস দাতাগোষ্ঠী	• প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ। • পরিবীক্ষণ উপকরণ ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন ও সরবরাহকরণ। • লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণ ও বিতরণ।
ওয়াসা	• প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ও কৌশলসমূহকে সমরেখকরণ (Align)। • সরকারের সাথে এনজিওসহ অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টর সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন। • তথ্য আদান-প্রদান।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই)	• প্রাসঙ্গিক সাংগঠনিক নীতিমালা, কৌশলসমূহ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সমরেখকরণ (Align)। • ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর্মসূচিকে জোরদারকরণ। • অধিক্ষেত্রের মধ্যে কর্মরত অন্যান্য ডব্লিউএসএস সেক্টর সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয়সাধন।
এনজিও	• প্রাসঙ্গিক সাংগঠনিক নীতিমালা, কৌশলসমূহ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সমরেখকরণ। • ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর্মসূচিকে জোরদারকরণ। • অধিক্ষেত্রের মধ্যে কর্মরত অন্যান্য ডব্লিউএসএস সেক্টর সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয়সাধন।
প্রাইভেট সেক্টর	• নীতিমালা ও কৌশল-এর মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন। • স্থানীয় সরকার উদ্যোগ (এলজিআই)-এর সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

৫.৪ সময় কাঠামো

এনএইচপিএস হচ্ছে একটি চলমান দলিল। এটিকে সময়ে সময়ে সচেতনতার সাথে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করে যেতে হবে নিরন্তরভাবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি ২০১১-২৫) প্রণীত হয়েছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য। এসডিপি ২০১০-১১ অর্থবছরে শুরু হয়ে ১৫ বছর মেয়াদের জন্য প্রয়োগযোগ্য হবে, যা বিভাজিত হবে স্বল্প মেয়াদ (২০১১-১৫), মধ্য মেয়াদ (২০১৬-২০) এবং দীর্ঘ মেয়াদে (২০২১-২৫)। হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশল ঐ সময় কাঠামোকেই অনুসরণ করে চলবে। নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারসহ কৌশলগত পর্যায়গুলো প্রদর্শিত হয়েছে :

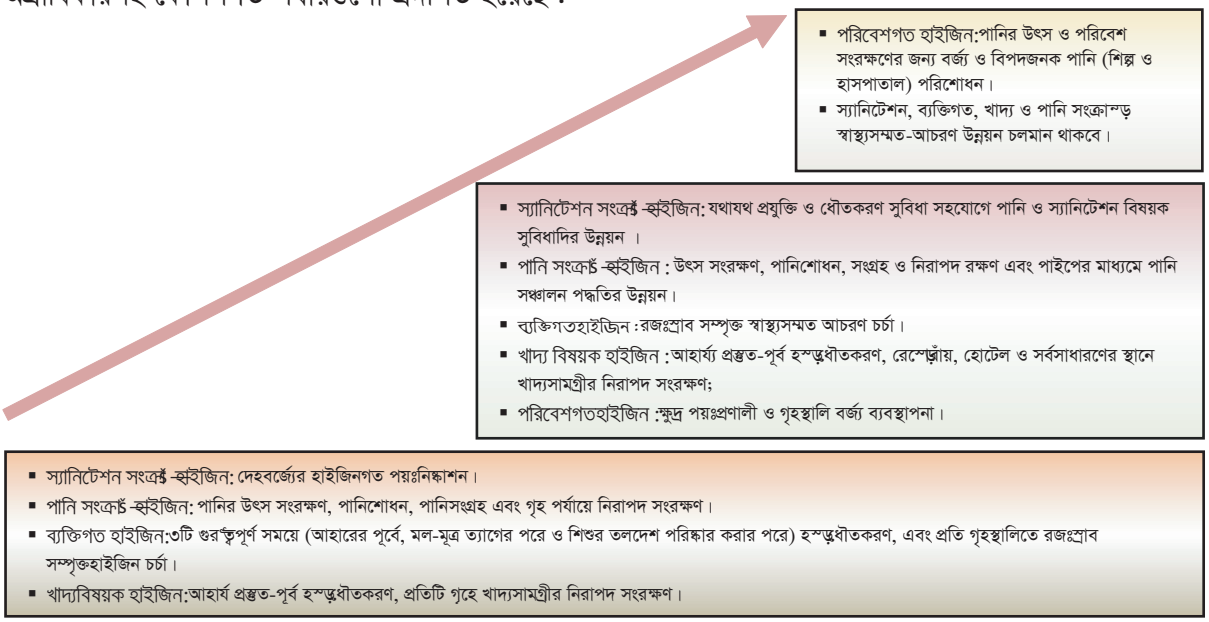

চিত্র ৪: এনএইচপিএস-এর সময় কাঠামো